তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৭৬৪

**বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানির ট্রানজিশনের বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন**

**------ বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, বাংলাদেশের  নবায়নযোগ্য জ্বালানির ট্রানজিশনের বিপুল বিনিয়োগ প্রয়োজন। ১৮কোটি মানুষের দেশে জীবাশ্ম জ্বালানি হতে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে যেতে দক্ষ অবকাঠামো তৈরি করতে হবে। বিপুল অর্থের  প্রয়োজন।  জার্মানি প্রযুক্তি ও আর্থিক (গ্রান্ড বা লোন) সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসলে বাংলাদেশ তাঁকে স্বাগত জানাবে।  প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের সার্বিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ৪০ শতাংশ নবায়নযোগ জ্বালানি থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন। এমন লক্ষ্যমাত্রা পূরণে উন্নত দেশগুলোর কাছ থেকে বাংলাদেশ অর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রত্যাশা করে।

প্রতিমন্ত্রী, আজ জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠেয় 'BERLIN ENERGY TRANSITION DIALOGUE 2024' এর দ্বিতীয় দিনে জার্মানির স্টেট সেক্রেটারি ও ফেডারেল ফরেন অফিসের ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইমেট অ্যাকশনের বিশেষ দূত জেনিফার লি মরগ্যানের (Jennifer Lee Morgan) -এর সাথে সাক্ষাৎকালে  এসব কথা বলেন। তিনি  বলেন, টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের সহনশীল অবস্থা বিনির্মাণে আমরা জার্মানির অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চাই। বায়ু বিদ্যুৎ, বায়ুগ্যাস, জলবিদ্যুৎ ও অফশোর উইন্ড-এর প্রসারে জার্মানি আমাদের সহযোগিতা করতে পারে। নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে আমাদের লক্ষ্য অর্জনে জার্মানির অভিজ্ঞতা ও সহযোগিতা বিশেষ অবদান রাখবে। আগামী মে মাসে জার্মানির সাথে সরকারি পর্যায়ে যে সংলাপ হবে আমি আশা করি, সেখান থেকে বায়ু বিদ্যুৎ ও বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জার্মানির অংশগ্রহণ বাড়বে।  বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী এসময় আরো বলেন, টেকসই উন্নয়নের প্রতি বাংলাদেশের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে জার্মানির সহযোগিতা একটি টেকসই এবং স্থিতিস্থাপক ভবিষ্যৎ নির্মাণে সহযোগিতা করবে।

জার্মানির স্টেট সেক্রেটারি ও ফেডারেল ফরেন অফিসের ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইমেট অ্যাকশনের বিশেষ দূত জেনিফার লি মরগ্যান বলেছেন, কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে একটি বাসযোগ্য পরিবেশ সৃজনে জার্মানি অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে। জ্বালানি নিরাপত্তা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির প্রসারে আমরা একযোগে কাজ করতে পারি। তিনি এসময় পারষ্পরিক সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন।

#

আসলাম/পাশা/মোশারফ/শামীম/২০২৪/২২৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৭৬৩

**যত বেশি হাফেজ তৈরি হবে বহির্বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তি তত বেশি উজ্জ্বল হবে**

**-ধর্মমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ):

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, যত বেশি হাফেজ তৈরি হবে বহির্বিশ্বে আমাদের ভাবমূর্তি তত বেশি উজ্জ্বল হবে।

আজ রাজধানীর উত্তরায় হোটেল প্যান ডি এশিয়ায় হাফেজে কোরআন সম্মাননা ও দোয়া অনুষ্ঠানে ধর্মমন্ত্রী একথা বলেন।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, হাফেজগণ কোরআনের বাহক। একেকজন হাফেজ একেকটি কোরআন। আমাদের দেশের কুরআনের হাফেজগণ প্রতি বছরই বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে প্রথম কিংবা দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় স্থানসহ বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হচ্ছে। এর ফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হচ্ছে। তিনি বলেন, হাফেজে কোরআনদের সম্মাননা প্রদানের মধ্য দিয়ে হাফেজদের সম্মানিত করা হলে তারা আরো বেশি উদ্বুদ্ধ হবে।

একটি হাদিসের উদ্ধৃতি দিয়ে ধর্মমন্ত্রী বলেন, কোরআন তেলাওয়াত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। যারা দুনিয়াতে কোরআন শিখবে এবং সে মতে আমল করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাদেরকে বিশেষভাবে সম্মানিত করবেন। সুতরাং কোরআনের হাফেজদের সম্মাননা দেওয়া নিঃসন্দেহে অনেক তাৎপর্যপূর্ণ একটি কাজ। তিনি কোরআনের হাফেজদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য উত্তরা পাবলিক লাইব্রেরি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান।

সহীহ্ ও শুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াতের ফজিলত উল্লেখ করে ধর্মমন্ত্রী বলেন, সহীহ্ ও শুদ্ধভাবে কোরআন তেলাওয়াত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এদিকে আমাদের বেশি বেশি মনোযোগ দিতে হবে। তিনি সংবর্ধিত কোরআনের হাফেজদেরকে কোরআনের বিধান নিজেদের জীবনে প্রতিপালনের পাশাপাশি অন্যান্য মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার অনুরোধ জানান।

সাবেক সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. মনিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. আফসার উদ্দিন খান, দীপ নীটওয়্যার লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো. জাহাঙ্গীর আলম সিআইপি, উত্তরার বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. আবদুল আউয়াল প্রমুখ বক্তব্য প্রদান করেন।

এ অনুষ্ঠানে মোট ৬১জন কোরআনের হাফেজকে সম্মাননা প্রদান করা হয়।

#

আবুবকর/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৪/২০৩৫ঘণ্টা

Handout Number : 3762

**A Mangrove Research Center will be established in the country  
 ---  Environment Minister**

Dhaka, 20 March :

Environment, Forest and Climate Change Minister Saber Hossain Chowdhury said, Bangladesh government will establish a state of the art Mangrove Research Center in the country. He said projects will be undertaken on mangrove forest protection, Conservation and restoration in the coastal areas of Bangladesh and capacity building for the creation of skilled manpower for mangrove conservation. He also said, Government will sign an MoU for collaboration with UAE state owned organisation D P world in this regard.

Environment Minister said this today while an official delegates from the United Arab Emirates hold a meeting to discuss on the Mangrove Restoration Project at the conference room in the Bangladesh Secretariat.

Environment Minister said collaborative endeavors with esteemed partners like the U.A.E. are paramount for mangrove ecosystems restorarion. This strategic alliance seeks to leverage collective knowledge, resources and innovative solutions to ensure the preservation and revitalization of mangrove habitats.Young people will be sensitised against plastic pollution and mangrove restoration. Priorities will be given for nature based solutions.

Ayla Bajwa, Senior Vice President of D P world, Dubai Government company said his organization will work for enhancing, restoring and protecting mangroves; capacity building for science & innovation and Empowering communities associated with mangrove ecosystems:  
  
 During the deliberations, Minister Saber Chowdhury and the U.A.E. delegates explored avenues for mutual cooperation, spanning technological advancements, research initiatives, and sustainable practices.Emphasizing the urgency of safeguarding mangrove ecosystems, they underscored the significance of community engagement, policy coherence, and inclusive governance framework.  
  
 Secretary of the Ministry D r. Farhina Ahmed, Additional Secretary (Admin) Iqbal Abdullah Harun, Additional Secretary (Environment) D r. Fahmida Khanom, Chief Conservator of Forest Md. Amir Hossain Chowdhury; D eputy Secretary D haritri Kumar Sarkar and Jimena Rodriguez, Group Senior Manager - Oceans and Biodiversity, Group Sustainability, D P were present in the occasion.

#

Dipankar/Pasha/Sayem/Sanjib/Mosharaf/Joynul/2024/2055 hour

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৭৬১

**পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের বৈঠকে অর্থনৈতিক কূটনীতির প্রাধান্য**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ):

বাংলাদেশে নিযুক্ত কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রদূত পার্ক ইয়ং-সিক (Park Young-sik) পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের সাথে প্রথম সাক্ষাৎ করেছেন।

আজ ঢাকার সেগুনবাগিচায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এ বৈঠকে অর্থনৈতিক কূটনীতির বিষয়াদি প্রাধান্য পায়। বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও দক্ষ জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি, কোরিয়া পরিচালিত প্রকল্প, চুক্তি, প্রযুক্তি বিনিময়সহ দ্বিপাক্ষিক বিষয়সমূহ বিশদভাবে আলোচিত হয়।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশি পণ্যকে অগ্রাধিকারমূলক বাজার প্রবেশে অনুমতিদান ও দু'দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছরপূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশকে সাতটি বিলাসবহুল গাড়ি প্রদানের জন্য দক্ষিণ কোরিয়া সরকারকে ধন্যবাদ জানান।

ড. হাছান বলেন, বাংলাদেশ দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য অর্থনৈতিক অংশীদারি চুক্তির (ইপিএ) মতো দ্বিপাক্ষিক উপকরণকে সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করছে। বাংলাদেশের 'এলডিসি' থেকে উত্তরণের পর সহযোগিতার ধারাবাহিক বৃদ্ধির জন্য নতুন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও এর গুরুত্ব নিয়েও আলোচনা করেন মন্ত্রী।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী দক্ষিণ কোরিয়াকে বাংলাদেশে অন্যতম প্রধান বিদেশি বিনিয়োগকারী হিসেবে বর্ণনা করে দেশের দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির ওপর আলোকপাত করেন এবং হালকা প্রকৌশল, ইলেকট্রনিক্স, হোম অ্যাপ্লায়েন্সেস, অবকাঠামো উন্নয়ন, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ নানা ক্ষেত্রে আরো বিনিয়োগকে স্বাগত জানান।

চট্টগ্রামে মেট্রো রেল প্রকল্পের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শুরু করার জন্য মন্ত্রী দক্ষিণ কোরিয়ার আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা কোইকা'কে (KOICA) ধন্যবাদ জানান ও প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল দ্রুত সরবরাহের ব্যবস্থার অনুরোধ করেন।

কোরিয়ায় জনশক্তি রপ্তানি নিয়ে আলোচনায় কোরিয়ার এমপ্লয়মেন্ট পারমিট সিস্টেম (ইপিএস) স্কিমের অধীনে বাংলাদেশি দক্ষ কর্মীদের জন্য কোটা বাড়ানোর জন্য কোরিয়াকে ধন্যবাদ জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। এ সময় কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত জানান, ভাষা শেখার সমস্যার কারণে বাংলাদেশ গত বছর ১০ হাজার ২০০ জনের কোটা পূরণ করতে পারেনি। তবে বাংলাদেশের প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিষয়টির সমাধানকল্পে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে দু'টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) মনোনীত করেছে, যেখানে কোরিয়ার প্রশিক্ষকরা ভাষা ও প্রযুক্তির প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন।

পাশাপাশি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রদূত বৈঠকে ম্যান-মেইড ফাইবার (MMF) এবং দক্ষতা এবং প্রযুক্তি বিনিময়, দ্বৈত কর পরিহার, বিমান পরিষেবা চুক্তির সংশোধন, উচ্চ-পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক সফর এবং সরাসরি ও যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের শিল্পখাত বিশেষ করে তৈরি পোশাকশিল্পের আরো আধুনিকায়নের মাধ্যমে দু’দেশের সম্পর্ককে আরো এগিয়ে নেওয়ার বিষয়ে ঐক্যমত প্রকাশ করেন।

#

আকরাম/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৯৩৫ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭৬০

**বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে পরিবেশ সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়**

**--- বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বলেছেন, বাংলাদেশের সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে পরিবেশ সংরক্ষণকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়। টেকসই কৃষি ব্যবস্থা ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির অগ্রগতি তাই লক্ষনীয়। ডিজেল থেকে সোলার সেচ পাম্প শুধু কার্বন নি:সরণই কমাবে না; একই সাথে ভূগর্ভস্থ জল সম্পদ সংরক্ষণ করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ জার্মানীর বার্লিনে Berlin Energy Transition Dialogue ২০২৪- এ ÔDialogue Hub: Energy-Water-Food Nexus: Holistic Solutions for food and water supply Powered by Renewables ’শীর্ষক প্যানেল ডিসকাশনে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, ২০৩১ সালের মধ্যে ৪৫০০০ সোলার সেচ পাম্প স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের ১৩ লাখ কৃষক সুবিধা পাবে আশা করা যাচ্ছে। সেই সাথে ডিজেল ব্যবহার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রতিক্রিয়া কমে আসবে। ভূগর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত উত্তোলন প্রশমিত করতে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার ও বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে উদ্ভাবন, আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, আর্থিক জোগান ও অভিজ্ঞতার বিনিময় টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। জার্মানীসহ উন্নত দেশসমূহকে প্রযুক্তি হস্তান্তরে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত।

এ সময় বার্লিন এনার্জি ট্রানজিশন ডায়ালগ-২০২৪-এ অংশগ্রহণকারী দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

আসলাম/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০১০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭৫৯

**বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মীরা সবসময় মানুষের পাশে থাকেন**

**--- সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

রাজশাহী, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ):

সমাজকল্যাণমন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মীরা সব সময় মানুষের পাশে থাকেন। কেননা, বঙ্গবন্ধু মানুষের আদর্শের রাজনীতি করতেন।

মন্ত্রী আজ রাজশাহীর বাগমারা উপজেলার তাহেরপুরে শেখ রাসেল পৌর মিলনায়তনে উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগ এবং যুব মহিলা আওয়ামী লীগ আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী পবিত্র রমজানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বিষয়ে বলেন, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে কোন জিনিসের দাম বাড়লে সেই জিনিস লোকে কম কেনে বা বর্জন করে। আর আমাদের দেশে দাম বাড়লে সেই জিনিস কিনতে হুমড়ি খেয়ে পড়ি। এমনকি বাসায় সেই জিনিস কিনে জমাই। তখন আমরাই বাড়িতে ছোটখাটো মজুতদার হয়ে যাই।’

মন্ত্রী বলেন, শেখ হাসিনা সরকার মানেই হচ্ছে মানুষের সরকার, জনমানুষের সরকার, জনবান্ধব সরকার। এটি ঠিক যে আজকে আমরা দেখছি, রোজার মধ্যে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী যারা নিত্যপণ্যের জিনিসের দাম বাড়িয়ে মানুষকে কষ্ট দেয়ার চেষ্টা করছে। এসব অসাধু ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে সরকার দাম বেঁধে দিচ্ছে। এই সময়ে মানুষ যাতে একটু স্বস্তিতে থাকে সেজন্য সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিছু কিছু ব্যবসায়ী তারপরও ঝামেলা করছে। সরকার তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।’

মন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কর্মীরা সবসময় মানুষের পাশে থাকেন। কেননা, বঙ্গবন্ধু মানুষের আদর্শের রাজনীতি করতেন। তিনি দেশটাকে স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন। কীভাবে এদেশের মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক মুক্তি মিলবে। কীভাবে এদেশের মানুষ ভালো থাকবে-সুখে থাকবে সেই চেষ্টা করতেন। বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে। তার কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা সেই কাজটি করছেন, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটাচ্ছেন। তিনি বলেন, দেশে বর্তমানে দারিদ্রের হার ৪১ ভাগ থেকে ১৮ ভাগে নেমে এসেছে। হতদরিদ্রের সংখ্যা ২১ ভাগ থেকে এখন ৫ দশমিক ৬ ভাগে নেমে এসেছে।

বাগমারা উপজেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি কোহিনুর বানুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী-৪ (বাগমারা) আসনের সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ মোঃ আবুল কালাম আজাদ। উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ গোলাম সারওয়ার আবুলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক পিএম সফিকুল ইসলাম, রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এডভোকেট ইব্রাহিম হোসেন, জাকিরুল ইসলাম সান্টু, জেলা আওয়ামী লীগের শ্রম বিষয়ক সম্পাদক প্রভাষক মাহবুবুর রহমান, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মর্জিনা পারভীন, সাধারণ সম্পাদক নাসরিন আক্তার মিতা,জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক বিপাশা খাতুন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মতবিনিময় সভায় অসহায়দের হাতে ঈদ উপহার তুলে দেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী। সফরকালে মন্ত্রী তাহেরপুর পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

#

জাকির/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/২০১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৭৫৮

**প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান রাজনীতিতে একজন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত**

**-- পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ):

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান রাজনীতিতে একজন অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত।

চলমান রাজনীতি প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেছেন, ‘ওয়ান-ইলেভেনের কুশীলবরা ঘাপটি মেরে আছে। তারা সুযোগের অপেক্ষায় আছে কখন ছোবল মারবে।’

আজ রাজধানীর তোপখানা রোডে জাতীয় প্রেসক্লাবে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমানের ১১তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে জিল্লুর রহমান পরিষদ আয়োজিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, জিল্লুর রহমানের কাছ থেকে আজকের রাজনীতিবিদদের অনেক কিছু শেখার আছে। সংকটে সংগ্রামে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে কিভাবে ধৈর্যহারা না হয়ে অবিচল থাকতে হয়, নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল থাকতে হয়, তার উদাহরণ তিনি।

মন্ত্রী বলেন, ওয়ান-ইলেভেনের ঘটনায় গণতন্ত্রকে যেভাবে শেকল পরানো হয়েছিল, একজন শেখ হাসিনা না থাকলে গণতন্ত্রকে মুক্ত করা সম্ভবপর ছিল না। এবং সেই সময় শেখ হাসিনার পাশে ছায়ার মতো ছিলেন প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান।

‘আর টেলিভিশনের পর্দায়, পত্রিকার পাতায় আপনারা দেখেন সেই ওয়ান-ইলেভেনের কুশীলবরা প্রতিনিয়ত জাতিকে 'জ্ঞান' দিতে থাকে, নাম বলে কাউকে খাটো করতে চাই না' উল্লেখ করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'তারা গত নির্বাচনের আগেও সক্রিয় হয়েছিল, আবার যদি কিছু করা যায়। কিন্তু জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শিতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কাছে বিএনপি-জামাতের অপশক্তি যেমন পরাজিত হয়েছে, ওয়ান-ইলেভেনের কুশীলবদের স্বপ্নও তেমনি ধুলিস্যাৎ হয়েছে।’

ড. হাছান মাহমুদ বলেন, ‘এখন ওয়ান-ইলেভেনের কুশীলবরা, যারা দেশের ওপর শকুন আহ্বান করে, তারা ঘাপটি মেরে আছে, যদি কোনো সুযোগ কোনো সময় পাওয়া যায় ছোবল মারার জন্য। সুতরাং সতর্ক থাকতে হবে।’

জিল্লুর রহমান পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকের সভাপতিত্বে আলোচনায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী ডা. রোকেয়া সুলতানা বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত জীবনের অনুসরণীয় নানা দিকের ওপর আলোকপাত করেন।

ঢাকা মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি দিলীপ কুমার রায়, আওয়ামী লীগ নেতা এম এ করিম, বাংলাদেশ কৃষক লীগের সহ-সভাপতি মোঃ শেখ জাহাঙ্গীর আলম, অধ্যাপক জিনবোধি ভিক্ষু,   
ড. সৈয়দ আবদুল্লাহ আল মামুন চৌধুরী, জিল্লুর রহমান পরিষদের সাধারণ সম্পাদক আক্তারুজ্জামান খোকা, যুবলীগ নেতা মানিক লাল ঘোষ, স্বাধীনতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক শাহাদাত হোসেন টয়েল ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ সভায় বক্তব্য দেন।

#

আকরাম/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৭৫৭

**সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে প্লাস্টিক পলিথিন পণ্য বর্জন করতে হবে**

**- পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে ক্ষতিকর প্লাস্টিক ও পলিথিন পণ্যের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। পলিথিন ব্যাগের পরিবর্তে পরিবেশবান্ধব পাটের ব্যাগ ব্যবহার করতে হবে। মন্ত্রী আরো বলেন, বায়ুদূষণের উৎসগুলো চিহ্নিত করেছে সরকার। বায়ুদূষণে এককভাবে নয় যৌথভাবে কাজ করা হলে আগামী বছর কিছুটা উন্নতি দেখতে পাওয়া যাবে।

আজ পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং ওয়ার্ডস্থ, পূর্ব বাসাবো, প্রিন্স গার্ডেন কনস্ট্রাকশন মাঠে প্রায় ৫ হাজার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে ঈদ উপহার (শাড়ি, লুঙ্গি) বিতরণ উৎসব ২০২৪ এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ঈদ উপহার বিতরণ অনুষ্ঠানে পরিবেশবান্ধবভাবে আয়োজনের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার সবসময় জনগণের পাশে দাঁড়ায়। ঈদুল ফিতর একটি আনন্দের উৎসব। এসময় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাচ্ছে। মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক ইফতার পার্টির আয়োজনের পরিবর্তে ঐ অর্থে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য স্থানীয় নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আমাদের সকলের উচিত ধনী ও দরিদ্র সকলের সাথে ঈদের আনন্দ ভাগ করে নেওয়া।

সবুজবাগ থানা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং ৫ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর চিত্তরঞ্জন দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় সবুজবাগ থানা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, সমাজসেবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

#

দীপংকর/পাশা/সায়েম/মোশারফ/শামীম/২০২৪/১৭১০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭৫৬

**মানব পাচার রোধে টেকসই সমাধান ও পারস্পরিক**

**সহযোগিতার ওপর গুরুত্বারোপ পররাষ্ট্র সচিবের**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ):

পররাষ্ট্র সচিব রাষ্ট্রদূত মাসুদ বিন মোমেন এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রুহুল আমিনের সাথে ‘বালি প্রসেস’এর কো-চেয়ার রাষ্ট্রদূত লিন বেল (অস্ট্রেলিয়া) এবং রাষ্ট্রদূত ত্রি থারিয়াতের (ইন্দোনেশিয়া) নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল গতকাল ঢাকায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে পররাষ্ট্র সচিব মানব পাচারের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ় প্রতিশ্রুতি এবং ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি তুলে ধরেন। তিনি মানব পাচারের জটিল ও অন্তর্নিহিত কারণসমূহ এবং সেগুলো মোকাবিলার অসুবিধা ও বাধার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পররাষ্ট্র সচিব মানব পাচার সমস্যার টেকসই সমাধান করা ও এ বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ওপর জোর দেন।

বৈঠকে প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রুহুল আমিন পাচারের শিকার ব্যক্তিদের সমাজে পুনঃএকত্রীকরণের জন্য উন্নয়ন সহযোগী ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে গৃহীত কর্মসূচি ও কার্যক্রম সম্পর্কে প্রতিনিধিদলকে অবহিত করেন।

বালি প্রসেস কো-চেয়ারগণ মানব পাচার মোকাবিলাকে জটিল ও চ্যালেঞ্জিং কাজ হিসেবে উল্লেখ করে এই সমস্যা মোকাবিলায় পারস্পরিক সহযোগিতা আরও দৃঢ় করার ওপর গুরুত্ব দেন। জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের মধ্যে অসহায়ত্ব ও হতাশার কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাদের অনিয়মিত স্থানান্তর বৃদ্ধিতে কো- চেয়ারগণ উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

পররাষ্ট্র সচিব রোহিঙ্গা সংকটের স্থায়ী সমাধানে সক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য বালি প্রক্রিয়ার সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, এই দীর্ঘায়িত সংকট বাংলাদেশের জন্য একটি সম্ভাব্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, পরিবেশগত এবং নিরাপত্তা হুমকি তৈরি করছে এবং এটি সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চলের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এছাড়া আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়ন এবং ‘বালি প্রসেস’ এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পারস্পরিক সহযোগিতা আরও সম্প্রসারণের মাধ্যমে মানব পাচার নিয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি জোরদার করার বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়।

উভয় পক্ষের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

রুহুল/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৯০০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭৫৫

**সর্বজনীন পেনশন স্কিমে যুক্ত হলো ‘প্রত্যয় স্কিম’**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ):

সরকার ১৩ মার্চ, ২০২৪ খ্রি. তারিখে জারীকৃত এস.আর.ও. নং-৪৭-আইন/২০২৪ এর মাধ্যমে সকল স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত, সংবিধিবদ্ধ বা সমজাতীয় সংস্থা এবং তাদের অধীনস্থ অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহের চাকরিতে যে সকল কর্মকর্তা বা কর্মচারী ১ জুলাই, ২০২৪ খ্রি. তারিখ ও তৎপরবর্তী সময়ে নতুন যোগদান করবেন, তাদেরকে সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থাপনা আইনের অন্তর্ভুক্ত করেছে। এছাড়া, ১৩ মার্চ, ২০২৪ খ্রি. তারিখে জারীকৃত এস.আর.ও. নং-৪৮-আইন/২০২৪ এর মাধ্যমে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারীগণের জন্য প্রযোজ্য প্রত্যয় স্কিমের রূপরেখা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রত্যয় স্কিম চালুর ফলে এসকল প্রতিষ্ঠানসমূহের বিদ্যমান কর্মকর্তা-কর্মচারীগনের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে না এবং তাদের বিদ্যমান পেনশন/আনুতোষিক সুবিধা অক্ষুণ্ন থাকবে। তবে, যাদের ন্যূনতম ১০ বছর চাকরি অবশিষ্ট আছে তারা আগ্রহ প্রকাশ করলে প্রত্যয় স্কিমে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। প্রত্যয় স্কিমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে অবসর জীবনে মাসিক পেনশন প্রাপ্য হবেন বিধায় ১ জুলাই, ২০২৪ খ্রি. তারিখ ও তৎপরবর্তী সময়ে নতুন যোগদানকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারীগনের ভবিষ্যৎ আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

বিদ্যমান ব্যবস্থায় খুব কম সংখ্যক স্ব-শাসিত, স্বায়ত্তশাসিত, রাষ্ট্রায়ত্ত, সংবিধিবদ্ধ বা সমজাতীয় সংস্থা এবং তাদের অধীনস্থ অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহে পেনশন স্কিম চালু রয়েছে। এ ধরনের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মচারীগণ আনুতোষিক স্কিমের আওতাভুক্ত এবং তাদের জন্য সিপিএফ (Contributory Provident Fund) ব্যবস্থা প্রযোজ্য। উক্ত ব্যবস্থায় কর্মচারীগণ চাকরি শেষে অবসর সুবিধা হিসাবে এককালীন আনুতোষিক প্রাপ্য হন, কিন্তু মাসিক কোন পেনশন প্রাপ্য হন না। ফলশ্রুতিতে অবসরোত্তর জীবনে প্রায় ক্ষেত্রেই আর্থিক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হন। কর্মচারীদের অবসরোত্তর জীবনের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা প্রদানে বিদ্যমান ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে সরকার ‘প্রত্যয় স্কিম’ প্রবর্তন করেছে। প্রত্যয় স্কিমে অংশগ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর প্রাপ্ত মূলবেতনের ১০ শতাংশ বা সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) হাজার টাকা, যাহা কম হয় তা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বেতন হতে কর্তন করা হবে এবং সমপরিমান অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা প্রদান করবে। অতঃপর উভয় অর্থ উক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর কর্পাস হিসাবে জমা করবে। এ প্রক্রিয়ায় উক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর পেনশন ফান্ড গঠিত হবে এবং উক্ত ফান্ড জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক লাভজনক খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে প্রাপ্য মুনাফা এবং চাঁদা হিসাবে জমাকৃত অর্থের ভিত্তিতে পেনশন প্রদান করা হবে।

বিদ্যমান সিপিএফ ব্যবস্থায় কর্মচারী মূল বেতনের ১০ শতাংশ এবং প্রতিষ্ঠান মূল বেতনের ৮ দশমিক ৩৩ শতাংশ প্রদান করে থাকে। প্রত্যয় স্কিমে প্রতিষ্ঠান প্রদান করবে মূল বেতনের ১০ শতাংশ যা সিপিএফ ব্যবস্থা থেকে ১ দশমিক ৬৭ শতাংশ বেশি। প্রত্যয় স্কিমে একজন ব্যক্তি একটি প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পর মাসিক ২ হাজার ৫০০ টাকা নিজ বেতন থেকে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে একই পরিমাণ টাকা ৩০ বছর চাঁদা প্রদান করলে তিনি অবসর গমনের পর অর্থাৎ ৬০ বছর বয়স থেকে মাসিক ৬২ হাজার ৩৩০ টাকা হারে পেনশণ প্রাপ্য হবেন। এক্ষেত্রে ৩০ বছর ধরে মাসিক ২ হাজার ৫০০ টাকা হারে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিজ বেতন থেকে প্রদত্ত মোট চাঁদার পরিমাণ ৯ লাখ টাকা এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত মোট চাঁদার পরিমাণ ৯ লাখ টাকা। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান ও সংশ্লিষ্ট কর্মচারী মিলিয়ে সর্বমোট চাঁদার পরিমাণ হবে ১৮ লাখ টাকা। তিনি যদি ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন তবে ১৫ বছরে পেনশন প্রাপ্য হবেন ১ কোটি ১২ লাখ ১৯ হাজার ৪০০ টাকা, যা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর নিজ জমার ১২ দশমিক ৪৭ গুণ। আজীবন পেনশন প্রাপ্য হবেন বিধায় এ পরিমান আরো বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বিনিয়োগ হতে প্রাপ্য মুনাফার হার বৃদ্ধি পেলে মাসিক পেনশনের পরিমান আরো বৃদ্ধি পাবে। অধিকন্তু, জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের যাবতীয় খরচ সরকার কর্তৃক নির্বাহ করা হবে বিধায় চাঁদাদাতার কর্পাস হিসাবে জমাকৃত অর্থ এবং বিনিয়োগলব্ধ আয় সম্পূর্ণ চাঁদাদাতার অ্যানুইটি হিসাবায়নের মাধ্যমে মাসিক পেনশন নির্ধারিত হবে। জমাকৃত চাঁদার ওপর বিনিয়োগ রেয়াত পাওয়া যাবে এবং প্রাপ্য পেনশন আয়করমুক্ত হবে। স্কিমটি রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টিযুক্ত হওয়ায় এটি শতভাগ ঝুঁকিমুক্ত ও নিরাপদ। এ স্কিমে নিবন্ধিত কর্মচারী পেনশনযোগ্য বয়সে উপনীত হওয়ার পরবর্তী মাস থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তার ব্যাংক একাউন্টে মাসিক পেনশনের অর্থ পেতে থাকবেন, যা তাকে মোবাইল এসএমএস-এর মাধ্যমে অবহিত করা হবে। এক্ষেত্রে তাকে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন দপ্তরে যাওয়ার বা কোন প্রকার প্রমানক দাখিলের প্রয়োজন হবে না। এ থেকে সহজেই অনুমেয় যে, প্রত্যয় স্কিমটি নতুন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য আকর্ষনীয় এবং আর্থিক নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর।

#

তৌহিদুল/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/মোশারফ/জয়নুল/২০২৪/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭৫৪

**এভিয়েশন শিল্পে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করতে চায় জার্মানি**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ):

বাংলাদেশের এভিয়েশন শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করতে চায় জার্মানি।

আজ সচিবালয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খানের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশে নিযুক্ত জার্মানির রাষ্ট্রদূত আখিম ট্রোস্টার (Achim Troster) জার্মানির এই আগ্রহের কথা জানান।

রাষ্ট্রদূত বলেন, অর্থনৈতিক, কারিগরি এবং প্রশিক্ষণের বিষয়ে আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন সেক্টরে একত্রে কাজ করছি। বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান এভিয়েশন শিল্পের উন্নয়নে আমরা কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করতে চাই। এই খাতে দক্ষ টেকনিক্যাল স্টাফ তৈরির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টিও আমাদের পরিকল্পনায় রয়েছে। সরকার ‘স্মার্ট বাংলাদেশ’ বিনির্মাণের যে পদক্ষেপ নিয়েছে তাকে তরানি¦ত করতে আমরা বাংলাদেশের এভিয়েশন শিল্পের ‘মর্ডান লজিস্টিক পার্টনার’ হিসেবে কাজ করতে আগ্রহী।

এসময় জার্মানির রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনা এবং সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ প্রদানের জন্য অভ্যন্তরীণ পর্যটকের পাশাপাশি বিদেশি পর্যটক আকর্ষণে বাংলাদেশের গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কেও জানতে চান।

প্রত্যুত্তরে মন্ত্রী বলেন, গত ১৫ বছরে বাংলাদেশের এভিয়েশন শিল্পের প্রবৃদ্ধি হয়েছে দ্বিগুণেরও বেশি। এই শিল্পের যথাযথ বিকাশ এবং উন্নয়নে বর্তমান সরকার গুরুত্বের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বাংলাদেশের এভিয়েশন সেক্টরে জার্মানির কারিগরি সহযোগিতা পাওয়ার প্রস্তাব আনন্দের। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো আলোচনাসাপেক্ষে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ফারুক খান বলেন, বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় পর্যটন শিল্পের বিকাশেও সরকার আন্তরিকতার সাথে কাজ করছে। সরকারের গৃহীত নানা ব্যবস্থার ফলে ইতোমধ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ পর্যটকের সংখ্যা ২ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। বিদেশি পর্যটক আকর্ষণের জন্য আমরা বিশেষ পর্যটন অঞ্চল নির্মাণ, ভিসা প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলোকে নিয়ে পর্যটন সার্কিট তৈরিসহ বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করছি। এছাড়া পর্যটন মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। এবছরই এই মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু হবে। আশাকরি, এই উদ্যোগগুলো বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে বিদেশি পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

#

তানভীর/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/১৭৪৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                        নম্বর : ৩৭৫৩

**প্রতিমন্ত্রী পলকের সাথে মেটার প্রতিনিধিদলের বৈঠক**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ):

ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলকের সাথে বাংলাদেশে মেটার পাবলিক পলিসির প্রধান রুজান সারওয়ার; প্রাইভেসি, এআই ম্যাটার এক্সপার্ট আরিয়ান জিমেনেজ এবং কনটেন্ট বিষয় বিশেষজ্ঞ নয়নতারা নারায়ণের সঙ্গে আগারগাঁওস্থ আইসিটি টাওয়ারে তাঁর দপ্তরে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে ভুল তথ্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া, নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি করাসহ গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে একটি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন এবং ভবিষ্যতে বিনিয়োগের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

বৈঠকে প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ ফেসবুকের কাছে নিয়মিত তথ্য চায়। কিন্তু ২০১৬ সালে প্রথম তথ্য দেয় ফেসবুক। দেশের জনগণের সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা যেন কোন তথ্য ফেসবুকের কাছে চাওয়া মাত্রই পাই সেজন্য বাংলাদেশে একটি আঞ্চলিক অফিস স্থাপনের পূর্বের ন্যায় এবারেও বলা হয়েছে।

পলক বলেন, সরকারি-বেসরকারি সেবাকে আরও সহজ করার লক্ষ্যে দেশে এআই পাওয়ার্ড গভর্নমেন্ট ব্রেইন তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এআই’র নেতিবাচক ব্যবহার কমানো এবং ঝুঁকি কমানোর জন্য সরকার একটি এআই (আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স) আইন করতে চায়। যদি মেটা চায় এআই পলিসির খসড়া প্রণয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, পার্সোনাল ডাটা প্রটেকশন অ্যাক্ট (পিডিপিএ) এবং আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) পলিসি শুধু বাংলাদেশেরই নয়, এটি বৈশ্বিক ইস্যু। আমরা উদারনৈতিক ও আধুনিক আইন প্রণয়নের কাজ করছি। আমরা মেটাকে শুধুমাত্র একটি কোম্পানি বিবেচনা করি না, আমরা চাই ওরা প্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থান সৃজন ও উদ্যোক্তা তৈরিতে আরো বেশি মনোনিবেশ করবে।

প্রতিমন্ত্রী পলক বলেন, ফেসবুক হলো মানুষকে সংযুক্ত করার একটি মাধ্যম। আমি এর পজিটিভ দিক নিয়ে কাজ করছি ও ভবিষ্যতেও চাই। আমরা সিঙ্গাপুর, আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং ইন্ডিয়ার পলিসির আদলে আইন করতে চাই।

এসময় আইসিটি বিভাগের এনহান্সিং ডিজিটাল গভর্নমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমি প্রকল্পের পলিসি এডভাইজর এবং কম্পোনেন্ট লিডার (ডিজিটাল গভর্নমেন্ট এবং ডিজিটাল ইকোনমি) মোঃ আব্দুল বারী উপস্থিত ছিলেন।

#

বিপ্লব/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৬৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                       নম্বর : ৩৭৫২

**জনপ্রতিনিধি ও জনগণ সবাইকে মশা নিধনে এগিয়ে আসতে হবে**

**- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ):

মশা নিধন কারো একার পক্ষে সম্ভব নয় উল্লেখ করে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, জনপ্রতিনিধি ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করতে হবে। প্রতিকার থেকে প্রতিরোধ উত্তম উল্লেখ করে তিনি বলেন, মশা নিধনে সবচেয়ে কার্যকর পন্থা হচ্ছে মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করা যাতে মশার উৎপাদন না হয়। সেজন্য জনপ্রতিনিধি ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা জরুরি।

মন্ত্রী আজ ঢাকার উত্তরায় ১২নং সেক্টর খালপাড়ে সিটি কর্পোরেশনের ‘মশক নিধন ও পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম’ পরিদর্শনকালে এ কথা বলেন। এ সময় মন্ত্রীর সঙ্গে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম ও বিভিন্ন ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন ধরনের মশা যেমন কিউলেক্স মশা, অ্যানোফিলিস মশা ও এডিস মশার প্রজননস্থল ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় আমাদেরকে সেদিকে লক্ষ্য রেখে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম চালাতে হবে। অ্যানোফিলিস মশা ম্যালেরিয়া রোগ, কিউলেক্স মশা ফাইলেরিয়া এবং এডিস মশা ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া রোগের জন্য দায়ী উল্লেখ করে তিনি বলেন, মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধে মশার প্রজননস্থল ধ্বংসই হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম পন্থা।

মন্ত্রী আরো বলেন, ঢাকা শহরের বিভিন্ন খালে বাসাবাড়ির সুয়ারেজ বর্জ্যের কারণে পানি দূষিত হচ্ছে এবং কচুরিপানার ফলে প্রচুর মশা উৎপাদন হচ্ছে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ঢাকাকে পাঁচটি ক্যাচমেন্ট এরিয়াতে ভাগ করে বর্জ্য নিষ্পত্তি করার জন্য সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট স্থাপন করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী এরই মধ্যে দাসেরকান্দিতে একটি প্লান্ট উদ্বোধন করেছেন এবং উত্তরাতেও একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী উত্তরা ১২ নং সেক্টরে লেক পরিষ্কার করার যে উদ্যোগ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র নিয়েছেন তাকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, মশার প্রজননস্থল ধ্বংস করার জন্য এই ধরনের খাল বা লেক যেখানে কচুরিপানা এবং দূষিত পানির কারণে মশার উৎপাদন বেশি হয় তা সবাইকে মিলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। উত্তরা ১২ নম্বর সেক্টরের এই লেক ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে পরিষ্কার করা হবে বলেও জানান তিনি।

স্থানীয় সরকার মন্ত্রী এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে জানান, এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে এ বছরের জানুয়ারি মাস থেকে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তুতি সভা করা হয়েছে এবং সিটি কর্পোরেশনগুলোর সক্ষমতা পর্যালোচনা করে যেখানে যতটুকু দরকার মন্ত্রণালয় থেকে সহযোগিতা করা হয়েছে। মন্ত্রী আবারও এডিস মশা নির্মূলে জনপ্রতিনিধি এবং জনগণকে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, নিজ বসতবাড়ি এবং নিজ এলাকা পরিষ্কার করার দায়িত্ব আমাদের সবার তাহলেই প্রাণঘাতী ডেঙ্গু জ্বর থেকে আমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবো।

#

হেমায়েত/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৬৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৩৭৫১

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ):

           স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে আজ বুধবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৬ দশমিক ১০ শতাংশ। এ সময় ৬৩৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

           গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৯৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৬ হাজার ৪৬০ জন।

                                                     #

দাউদ/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৭১০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩৭৫০

**ঈদের ছুটির আগেই শ্রমিকদের বেতন-বোনাস দেওয়ার সিদ্ধান্ত**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ):

পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটি শুরু হওয়ার আগেই শ্রমিকদের বোনাস ও মার্চ মাসের বেতন প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী মোঃ নজরুল ইসলাম চৌধুরীর সভাপতিত্বে আজ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে আরএমজি সেক্টর সংক্রান্ত ত্রিপক্ষীয় পরামর্শ পরিষদ (আরএমজি টিসিসি)-এর এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এ উপলক্ষ্যে সরকারি ছুটির সঙ্গে মিল রেখে কারখানা মালিকদেরকে ছুটি ঘোষণার পাশাপাশি বকেয়া, মার্চের বেতন ও বোনাস দেওয়া হবে।

সভায় অংশ নেন শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাহবুব হোসেন, শ্রম অধিদপ্তরে মহাপরিচালক মোঃ তরিকুল আলম, বিজিএমইএ এর চেয়ারম্যান, স্ট্যান্ডিং কমিটি অন আইএলও এন্ড লেবার অ্যাফেয়ার্স আ ন ম সাইফুদ্দিন, বিকেএমইএ এর সহসভাপতি ফজলে শামীম এহসান, জাতীয় শ্রমিক লীগের নির্বাহী সভাপতি মোঃ আলাউদ্দিন মিয়া প্রমুখ।

পরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ঈদের আগে কোনো শ্রমিক ছাঁটাই বা লে অফ করতে পারবে না কারখানাগুলো। এক্ষেত্রে কঠোর নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

ঈদকে সামনে রেখে পোশাক খাতে কোনো শ্রমিক অসন্তোষ ঘটবে না উল্লেখ করে নজরুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, পোশাক শ্রমিকদের জন্য রেশনিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা কোনো বিশৃঙ্খলা বা ভাঙচুর চাই না। এরই মধ্যে শ্রমিকদের অনেক সমস্যার সমাধান হয়েছে বলে জানান তিনি।

#

ফেরদৌস/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/১৬৪০ঘণ্টা

তথ্য বিবরণী নম্বর: ৩৭৪৯

**নৌপথ, নদীবন্দরগুলো ঠিক আছে কিনা, মানুষ এগুলো ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছে কিনা-সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে**

**-নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২০ মার্চ ২০২৪:

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরীর সাথে বিআইডব্লিউটিএ অফিসার্স এসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত কর্মকর্তাবৃন্দ বুধবার সকালে ঢাকায় মিন্টু রোডস্থ বাসভবনে সাক্ষাত করতে এলে তিনি বলেন, বিআইডব্লিউটিএ’র সার্কিট উন্নয়ন এবং চারিত্রিক কাঠামো অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের ওপর নির্ভর করে। ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কে কিছু প্রশ্ন থাকতেই পারে। কাজটি সঠিকভাবে করছি কিনা-সেটা হল বড় বিষয়। সরকারের দায়িত্ব হচ্ছে পথ দেখানো। সে পথে সবাই হাঁটবে। নৌপথ, নদীবন্দরগুলো ঠিক আছে কিনা, মানুষ এগুলো ব্যবহার করে উপকৃত হচ্ছে কিনা-সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। বঙ্গবন্ধু আপনার, আমার, সবার। ৭৫ এর পর বঙ্গবন্ধুকে নিষিদ্ধ করেছিল। ৭৫ এর পর থেকে আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধুর হাল ধরেছে। একাত্তরের আগে দলমত নির্বিশেষে বঙ্গবন্ধু সবার ছিলেন। এগিয়ে যাওয়ার জন্য সাপোর্ট লাগে। আর বঙ্গবন্ধু হল সেই সার্পোট। তিনি কিভাবে দেশ নিয়ে ভেবেছেন। সে বিষয়টি সকলের ধারণ করতে হবে। আমাদের মূল জায়গাটি হল মুক্তিযুদ্ধ ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ। এই আদর্শকে ধারণ করে কাজ করুন।

বিআইডব্লিউটিএ অফিসার্স এসোসিয়েশনের নবনির্বাচিত সভাপতি রকিবুল ইসলাম তালুকদার এবং সাধারণ সম্পাদক এ কে এম আরিফ উদ্দিন এর নেতৃত্বে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মকর্তাবৃন্দ সাক্ষাত করেন।

#

জাহাঙ্গীর/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/পবন/সুবর্ণা/আলী/মাসুম/২০২৪/১৩২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৭৪৮

**ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি-র**

**এফডিসি গেট সংলগ্ন ডাউন র‌্যাম্প উন্মুক্তকরণ**

ঢাকা, ০৬ চৈত্র (২০ মার্চ):

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের আজ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের এফডিসি গেট সংলগ্ন ডাউন র‌্যাম্প যান চলাচলের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মুক্ত করেন। তিনি বলেন, এটি দেশবাসীর জন্য প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের দক্ষিণে কাওলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত ১১.৫ কিলোমিটার অংশ যান চলাচলে জন্য উন্মুক্ত করেন। এ অংশে ইতোমধ্যে উঠানামার জন্য মোট ১৫টি র‌্যাম্প যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। আজ ১৬ তম র‌্যাম্পটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হলো। এক্সপ্রেসওয়েতে গাড়ির সর্বোচ্চ গতিসীমা আপাতত প্রতি ঘণ্টায় ৬০ কি:মি:। এক্সপ্রেডসওয়ের ওপর দিয়ে থ্রি-হুইলার, মটর বাইক, বাই সাইকেল, পথচারী চলাচল করতে পারবেনা।

মন্ত্রী আরো বলেন, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পটি পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ ভিত্তিক দেশের বৃহত্তম প্রকল্প। প্রকল্পটি হযরত শাহজালাল বিমান বন্দরের দক্ষিণে কাওলা হতে শুরু হয়ে কুড়িল-বনানী-মহাখালী-তেজগাঁও-মগবাজার-মালিবাগ-খিলগাঁও-কমলাপুর হয়ে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত যাবে। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৮ হাজার ৯ শত ৪০ কোটি টাকা। প্রকল্পের মূল দৈর্ঘ্য ১৯.৭৩ কিঃমিঃ। র‍্যাম্পসহ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের মোট দৈর্ঘ্য ৪৬.৭৩ কিঃমিঃ। এ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি শতকরা ৭২ দশমিক ৫১ ভাগ এবং প্রকল্পের কাজ ২০২৫ সালের প্রথম দিকে শেষ হবে।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সেতু বিভাগের সচিব মো. মনজুর হোসেন, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এ বি এম আমিন উল্লাহ নুরী, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান প্রকৌশলী কাজী মোঃ ফেরদাউস, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এ এইচ এম এস আকতারসহ সেতু বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ।

#

ওয়ালিদ/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সুবর্ণা/আলী/মাসুম/২০২৪/১৪১৬ ঘণ্টা

তথ্য বিবরণী নম্বর: ৩৭৪৭

চট্টগ্রামে সুইডেনের ক্রাউন প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া

**শুনলেন জলবায়ু অভিঘাতের ফলে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর লড়াইয়ের কথা**

চট্টগ্রাম, ০৬ চৈত্র (২০ মার্চ):

গতকাল চট্টগ্রামে সুইডেনের ক্রাউন প্রিন্সেস ও UNDP’র শুভেচ্ছাদূত ভিক্টোরিয়া ইউএনডিপির বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করেন। ক্রাউন প্রিন্সেস জলবায়ু অভিঘাতের ফলে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান প্রত্যক্ষ করেন এবং স্থানীয় সফল নারীদের কথা শোনেন।

জাতীয় নগর দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচির আওতায় চট্টগ্রাম নগরীর ৫নং কালুরঘাটস্থ দক্ষিণ জেলেপাড়া ওয়ার্ডে এলজিডি, যুক্তরাজ্যের ফরেন কমনওয়েলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস (এফসিডিও) ও ইউএনডিপির অর্থায়নে এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সহায়তায় জলবায়ু সহিষ্ণু পৌর অবকাঠামো তহবিল (সিআরএমআইএফ) এর মাধ্যমে বিভিন্ন জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো নির্মিত হয়। এ প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে রিটেইনিং ওয়াল, ভরাট রাস্তাসহ সিসি রাস্তা, স্লাইস গেট, বৃক্ষরোপন, ফুটপাত, সিঁড়ি তৈরি ইত্যাদি। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৮২ লাখ ৪৮ হাজার ৬৫৮ টাকা যার মধ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অনুদান ৭ লাখ ৫০ হাজার টাকা এবং ইউএনডিপির অর্থায়ন ৭৪ লাখ ৯৮ হাজার ৬৫৮ টাকা। প্রকল্পগুলোর মধ্যে আরো রয়েছে জলবায়ু সহিষ্ণু বাঁধ, কমিউনিটি ল্যাট্রিন, প্লাস্টিক বর্জ্য থেকে তৈরি পেইভমেন্ট টাইলস দ্বারা নিমার্ণাধীন ফুটপাত এবং কম খরচে জলবায়ু সহিষ্ণু ফেরো সিমেন্ট দিয়ে তৈরি ঘর।

জলবায়ু অভিঘাতের ফলে বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন ভাগে প্রকল্পের মাধ্যমে অনুদান দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ব্যবসা, শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং পুষ্টি ক্ষেত্রে অনুদানপ্রাপ্ত উপকারভোগী রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় সফল নারীরা তাদের সফলতার কথা ক্রাউন প্রিন্সেসকে শোনান। ক্রাউন প্রিন্সেস তাদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন এবং উপকারভোগীদের সফলতার প্রশংসা করেন। তিনি তাদের লড়াকু মনোভাবেরও ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউল করিম চৌধুরী ও ইউএনডিপি’র আন্তর্জাতিক প্রকল্প ব্যবস্থাপক যোগেশ প্রাধানং এসময় উপস্থিত ছিলেন।

পরে ক্রাউন প্রিন্সেস নগরীর এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন পরিদর্শনে যান। প্রিন্সেস সেখানে ইউএনডিপি কর্তৃক সমর্থিত শিক্ষার্থীদের ‘ইনোভেটিভ ট্রেনিং কোর্স’ সহ বিভিন্ন কার্যক্রম প্রত্যক্ষ করেন এবং তাদের সাথে মতবিনিময় করেন। ইউনিভার্সিটিতে তিনি তাঁর নামে নামকরণকৃত ‘ক্রাউন প্রিন্সেস ভিক্টোরিয়া রুম’ উদ্বোধন করেন।

এসময় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, ইউনিভার্সিটির ভিসি রুবানা হক, জেলা প্রশাসক আবুল বাসার মোহাম্মদ ফখরুজ্জামান ও ইউনিভার্সিটির ফ্যাকাল্টিরা উপস্থিত ছিলেন।

#

প্রান্ত/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সুবর্ণা/আলী/মাসুম/২০২৪/১০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩৭৪৬

**বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রীর সাথে জার্মানির সংসদীয় স্টেট সেক্রেটারির সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ০৬ চৈত্র (২০ মার্চ):

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ গতকাল জার্মানির বার্লিনে অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সংসদীয় স্টেট সেক্রেটারি ডঃ বারবেল কফলার এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এসময় তাঁরা পারষ্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ উদ্ভাবন এবং স্থিতিস্থাপকতার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সোলার হোম সিস্টেম প্রোগ্রাম সফলভাবে বাস্তবায়ন করছে। এই যুগান্তকারী উদ্যোগটি গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে পরিষ্কার এবং টেকসই জ্বালানির উৎসগুলির প্রতি আকৃষ্ট করছে; সেই সাথে তাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন করে নিজেদের স্বাবলম্বী করছে।

মন্ত্রী বলেন, সোলার হোম সিস্টেম প্রোগ্রামটি কেবল ঘর আলোকিত নয় বরং যারা আগে অন্ধকারে ছিল তাদের জন্য আশার আলো বয়ে এনেছে। উপরন্তু, মুজিব জলবায়ু সমৃদ্ধি পরিকল্পনার মতো উদ্যোগের মাধ্যমে বাংলাদেশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জলবায়ু স্থিতিস্থাপকতার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছে। বিশ্বব্যাপী অংশীদারিত্ব এবং সম্পদের ব্যবহার করে, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলি প্রশমিত করতে বদ্ধপরিকর।

প্রতিমন্ত্রী এ সময় আরো বলেন, একটি ৬০ মেগাওয়াট অনশোর উইন্ড পাওয়ার সাম্প্রতিক কমিশনিং জ্বালানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় একটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই অর্জন শুধুমাত্র ঐতিহ্যগত জ্বালানির ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতিই তুলে ধরে না বরং জার্মানিসহ উন্নত দেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে সহযোগিতা করার আগ্রহও তুলে ধরে। বায়ু প্রযুক্তিতে জার্মানির অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের বায়ু বিদ্যুতের জন্য বিশেষ অবদান রাখতে পারে। নবায়নযোগ্য শক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও জার্মানির মধ্যে সহযোগিতামূলক প্রচেষ্টা ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। উদ্ভাবন ও অংশীদারিত্ব উভয় দেশের আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ সংকেত। এই সবুজ সংকেত অন্যদের অনুসরণ করার জন্য একটি উদাহরণ সৃষ্টি করবে।

জার্মানির সংসদীয় স্টেট সেক্রেটারি বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করে বলেছেন, জার্মানি বাংলাদেশের নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রসারে সহযোগিতা করবে।

#

আসলাম/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/সুবর্ণা/কলি/আলী/মাসুম/২০২৪/১৩২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩৭৪৫

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন

**ঢাকার গাবতলী থেকে জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে**

**তোরণ, ব্যানার, ফেস্টুন ও পোস্টার না লাগানোর আহ্বান**

ঢাকা, ৬ চৈত্র (২০ মার্চ) :

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস-২০২৪ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে রাজধানীর গাবতলী থেকে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত সড়কে যেকোনো ধরনের তোরণ, ব্যানার, ফেস্টুন এবং পোস্টার লাগানো থেকে বিরত থাকতে সর্বসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়।

#

আমজাদ/কামরুজ্জামান/ফাতেমা/আলী/কলি/আসমা/২০২৪/১৪৩০ ঘণ্টা